গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
চারঘাট, রাজশাহী।

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

সহযোগিতায়

*শেখ মোহাম্মদ রেজাউল করিম

সহকারী পরিদর্শক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

*মোঃ বুলবুল ইসলাম

সহকারী পরিদর্শক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

*কৌশিক কুমার দাস

অফিস সহায়ক

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

পৃষ্ঠপোষক:

মোঃ মহসীন মজুমদার

উপজেলা সমবায় অফিসার

চারঘাট, রাজশাহী।

প্রকাশনায়:

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

cooparative.charghat.rajshahi.gov.bd

প্রকাশ কাল ১৪ অক্টোবর ২০২৪

সমবায় - সংগীত

কাজী নজরুল ইসলাম

'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে, আয়।
দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র- 'সমবায়, সমবায়!'
ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি সুধার কলস থাকিতে ঘরে!
দারিদ্র্য, ঋণ, অভাবে জ্বলেছি না চিনে পরস্পরে!
মিলিত হইনি তাই আমাদের দুর্গতি ঘরে ঘরে!
সেই দুর্গতি-দুর্গ ভাঙিব সমবেত পদঘায়॥
মিলি পরমাণু পর্বত হয় সিন্ধু বিন্দু মিলে,
মানুষ শুধুই মিলিবে না কি রে মিলনের এ নিখিলে?
জগতে ছড়ানো বিপুল শক্তি কুড়াইয়া তিলে তিলে
আমরা গড়িব নতুন পৃথিবী সমবেত মহিমায়॥
দুর্ভিক্ষের, শোষণের আর পেষণের জাঁতাকলে
এক হয় নাই বলিয়া আমরা মরিয়াছি পলে পলে।
সকল দেশের সকল মানুষ আজি সহস্র দলে
মিলিয়াছি আসি - রবে না জগতে প্রবলের অন্যায়॥

অফিস পরিচিতি

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস উপজেলা সমবায় কার্যালয়। রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট অবস্থিত। উপজেলা সমবায় কার্যালয় সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক সমবায় নিবন্ধন, অডিট, পরিদর্শনসহ সমবায় সমিতির যাবতীয় কার্যক্রমের প্রথম ইউনিট অফিস হিসাবে কাজ করে। এ অফিসে মোট জনবল ০৫ জন।

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্য
১।	উপজেলা সমবায় অফিসার,	০১	০১	০
২।	সহকারী পরিদর্শক	০২	০২	০
৩।	অফিস সহকারী	০১	০	০১
৪।	অফিস সহায়ক	০১	০১	০
	মোটঃ	০৫	০৪	০১

#	ছবি	শিরোনাম	পদবি	অফিস শাখা	ই-মেইল	মোবাইল নং	ফোন (অফিস)	ব্যাচ (বিসিএস)
১		মো: মহসীন মজুমদার	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা		uco_charghat@yahoo.com	০১৬১১২২৫৬৮৮	০৭২২৩-৫৬০২০	০

#	ছবি	শিরোনাম	পদবি	ই-মেইল	মোবাইল নং
১		শেখ মোহম্মদ রেজাউল করিম	সহকারী পরিদর্শক	shaikh_roman@yahoo.com	০১৭২৬৫৮৫১৬৬
২		মোঃ বুলবুল ইসলাম	সহকারী পরিদর্শক	bislam734049@gmail.com	০১৭১৯৭৩৪০৪৯
৩		কৌশিক কুমার দাস	অফিস সহায়ক	kowshik.rajshahi@gmail.com	০১৩০৩২২৩৪৭৭

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী।

উপজেলা পরিষদ চত্বর , চারঘাট, রাজশাহীর উত্তর দিকে অবস্থিত কৃষি ভবন (২য় তলা), কোয়ার্টার নং-০৪(পশ্চিম)

টেলিফোন নং - 0722356020 (বর্তমানে লাইনটি বিচ্ছিন্ন)

ই-মেইল : uco_charghat@yahoo.com

ফেসবুক : ucocharghatrajshahi

ফেসবুক লিংক- https://www.facebook.com/ucocharghatrajshahi/

মোবাইল নং - -------------------- (অফিসার) ; ই-মেইল -------------------

মোবাইল নং - 01719734049 (সহকারী পরিদর্শক, মো: বুলবুল ইসলাম), ই-মেইল bislam734049@gmail.com

মোবাইল নং - 01719734049 (অফিস সহায়ক, কৌশিক কুমার দাস), ই-মেইল kowshik.rajshahi@gmail.com

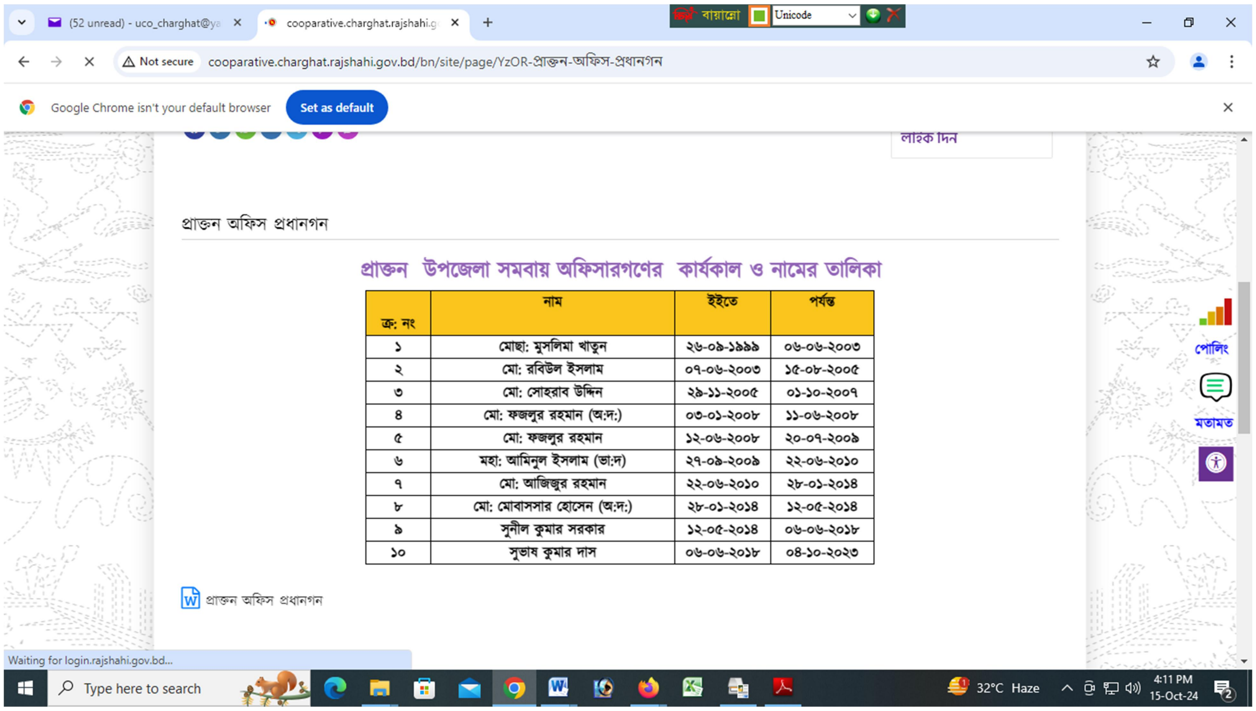

প্রাক্তন অফিস প্রধানগন

প্রাক্তন উপজেলা সমবায় অফিসারগণের কার্যকাল ও নামের তালিকা

ক্র: নং	নাম	ইইতে	পর্যন্ত
১	মোছা: মুসলিমা খাতুন	২৬-০৯-১৯৯৯	০৬-০৬-২০০৩
২	মো: রবিউল ইসলাম	০৭-০৬-২০০৩	১৫-০৮-২০০৫
৩	মো: সোহরাব উদ্দিন	২৯-১১-২০০৫	০১-১০-২০০৭
৪	মো: ফজলুর রহমান (অ:দ:)	০৩-০১-২০০৮	১১-০৬-২০০৮
৫	মো: ফজলুর রহমান	১২-০৬-২০০৮	২০-০৭-২০০৯
৬	মহা: আমিনুল ইসলাম (ভা:দ)	২৭-০৯-২০০৯	২২-০৬-২০১০
৭	মো: আজিজুর রহমান	২২-০৬-২০১০	২৮-০১-২০১৪
৮	মো: মোবাসসার হোসেন (অ:দ:)	২৮-০১-২০১৪	১২-০৫-২০১৪
৯	সুনীল কুমার সরকার	১২-০৫-২০১৪	০৬-০৬-২০১৮
১০	সুভাষ কুমার দাস	০৬-০৬-২০১৮	০৪-১০-২০২৩

প্রাক্তন অফিস প্রধানগন

<u>**প্রারম্ভিকা:**</u> সমবায় সংঠনের আর্থ-সামাজিক দ্যোতনা বিচার করে বলা হয়ে থাকে 'সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। (A Cooperative Society is the organization of the cooperators, for the cooperators and by the cooperators). বাংলার গরীব কৃষককে সুদখোর মহাজনদের শোষন থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ৩৫ শ্রেণির বিভিন্ন খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস থেকেই বুঝা যায় সমবায় পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বৃদ্ধি হতে থাকবে। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পূণর্গঠনের জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রামীণ অর্থনীতির চাকা সচল করতে গ্রাম সমবায় গড়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। তাই সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার ২য় খাত হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করেছেন।

চারঘাট উপজেলার সমবায় সমিতির সারসংক্ষেপ

সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকায়)	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)
৭১ টি	২৫৭৪	৩৭.২৪	১২৮.৫৮

আধুনিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অতিপরিচিত এবং পরীক্ষিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম হলো সমবায়। ‘দশের লাঠি একের বোঝা’, ‘দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ’ কিংবা ‘বিন্দু থেকে সিন্ধু’ প্রভৃতি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলোর মূলকথা একটাই আর তা হলো সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন। এ সব স্লোগান বা প্রবাদ বাক্যকে পুঁজি করে বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের মানুষের সংঘবদ্ধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণের স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে গড়ে উঠে সমবায় আন্দোলন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

রূপকল্প: টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য: সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন;

২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন;

৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার;

৪. দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য:

১. সমবায়নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান;

২. সমবায় নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

৩. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা;

৪. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;

৫. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

৬. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৭. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

৮. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচী এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সমিতির স্তর বিন্যাস:

দেশের মোট সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে বিভক্ত-

ক. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি

গ. জাতীয় সমবায় সমিতি

অপরদিকে সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতিসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. সাধারণ সমবায় সমিতি

খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি

সমবায় কি: একই বা অভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমবেতভাবে কাজ করার নামই হলো সমবায়। নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একই শ্রেণি ও পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমমনা বা একই মানসিকতাসম্পন্ন কিছু সংখ্যক মানুষ যখন একত্রিত হয়ে কোনো সংগঠন বা সংস্থা গঠন করে তখন ঐ সংস্থাকে সমবায় বলে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক সংস্থা সমবায়কে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ হুভাট ক্যালভাটের মতে 'সমবায় হলো একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ হিসেবে সততা ও সাম্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়।' International Cooperative Alliance-এর মতে 'সমবায় হচ্ছে এমন কতগুলো লোকের সংস্থা, যাদের আয় সীমাবদ্ধ এবং এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত সংগঠনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হয়ে

কোনো সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তহবিলে ন্যায়ভাবে অংশ প্রদান করে, আর প্রচেষ্টাজনিত ঝুঁকি ও সুযোগ সুবিধার ন্যায্য অংশগ্রহণ করে।'

সমবায় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর হাজার হাজার শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়ে কঠিন সমস্যার মুখোমুখী হন। এসময় ইংল্যান্ডের 'রচডেল' নামক গ্রামের ২৮ জন তাঁতি ২৮ পাউন্ড পুঁজি নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সমিতি সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। ইংল্যান্ডের 'রচডেল' গ্রামের এই সমিতিটি পৃথিবীর প্রথম সফল সমবায় হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় সমিতি বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস: বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসও বেশ পুরনো। এ দেশে সমবায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার পিসি রায়। তিনি খুলনা জেলার পাইকগাছায় রাড়-লী গ্রামের মানুষদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আত্মনির্ভরশীল করার উদ্দেশ্যে এলাকার মানুষদেরকে সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের জেনারেল লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন জারি করেন। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের মাধ্যমেই উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের অভিযাত্রা শুরু। ১৯৪০ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে 'The Bangle Cooperative Society Act'- নামে একটি আইন পাস হয়। সমবায় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৪ সালে জারি করা হয় সমবায় অধ্যাদেশ। ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয় সমবায় নিয়মাবলী।

সমবায় আন্দোলনের মূলনীতিসমূহ: বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের মূলনীতি গুলো হলো- একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সততা, আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, সেবা। আন্তর্জাতিক সমবায় এর ক্ষেত্রেও কিছু মূলনীতি রয়েছে এগুলো হলো- স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ, সামাজিক অঙ্গীকার, সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ, আন্তঃসমবায় সহযোগিতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তথ্য।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য এদেশের মানুষের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের আলোকে মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমবায়ের স্লোগান হলো- 'একতাই বল' এবং মূলকথা হলো 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের জন্য জনসম্পৃক্ত সমবায় আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন অনেক পুরনো হলেও তা এদেশের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আত্মসামাজিক ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো অগ্রগতি আনতে পারেনি। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে

ফসল উৎপাদন করতে পারলে জমির মালিক ও কৃষক উভয়েই লাভবান হবে। এজন্য প্রকৃত সমবায়ীদের নেতৃত্বে সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বেশি করলে তা দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করবে।

খাদ্য নিরাপত্তায় কৃষি সমবায়: বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। সমবায় সমিতি এমন একটি জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে থাকে গণতন্ত্র, সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা, ব্যাপক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ এবং সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস। আধুনিক কৃষির জন্য যে পুঁজি ঝুঁকি এবং যৌথ মেধার দরকার তার জন্য প্রয়োজন গণমুখী কৃষিভিত্তিক সমবায় ব্যবস্থা। খাদ্য নিরাপত্তা ও মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হলে কৃষি সমবায়ের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ নীতি এবং সার্বিক সহযোগিতা পেলে কৃষি সমবায় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অডিট ফি আদায়:

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী সরকারী রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অত্র দপ্তর কর্তৃক অডিট ফি হিসেবে ২৪৯০০/-(চব্বিশ হাজার নয়শত) টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায়:

সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২) বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা সমবায় কার্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী। ৭৪৮৬/- (সাত হাজার চারশত ছিয়াশি) টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ:

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের

পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন:

৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস উপজেলা প্রশাসন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় কার্যালয়,চারঘাট, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফকরুল ইসলাম উপস্থিত থেকে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ জাকির হোসেন,সহকারী কমিশনার(ভূমি)

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন